সমাস (কর্মধারয়, বহুব্রীহি, দ্বন্দ্ব, প্রাদি ও নিত্য সমাস)

কর্মধারয় সমাস

গঠনঃ- সমস্তপদে Adjective + Noun / বিশেষণ + বিশেষ্য ও ব্যাসবাক্যে যে থাকবে।

লাল যে গোলাপ = লালগোলাপ [বিশেষণ + বিশেষ্য]

মহান যে জন = মহাজন

মহান যে নবী = মহানবী

সৎ যে কর্ম = সৎকর্ম

পরম যে আত্মা = পরমাত্মা

প্রিয় যে জন = প্রিয়জন

প্রধান যে মন্ত্রী = প্রধানমন্ত্রী

গুণী যে জন = গুণীজন

নীল যে উৎপল = নীলোৎপল

গঠনঃ সমস্তপদে Noun + Adjective / বিশেষ্য + বিশেষণ থাকবে ও ব্যাসবাক্যে যে থাকবে।

ভাজা যে চাল = চালভাজা [বিশেষ্য + বিশেষণ]

পোড়া যে বেগুন = বেগুনপোড়া

অধম যে নর = নরাধম

পড়া যে পানি = পানিপড়া

গঠনঃ সমস্তপদে Adjective + Adjective / বিশেষণ + বিশেষণ ও ব্যাসবাক্যে যেমন,তেমন,এমন অথচ, তবু,হয়েও ইত্যাদি থাকবে।

যেমন গণ্য তেমন মান্য = গন্যমান্য

যেমন মিঠে তেমন কড়া = মিঠেকড়া

কাঁচা তবু মিঠা = কাঁচামিঠা

জীবিত হয়েও মৃত = জীবন্মৃত

পণ্ডিত অথচ মূর্খ = পণ্ডিতমূর্খ

যিনি জজ তিনি সাহেব = জজসাহেব [Noun + Noun]

মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ঃ-- যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদ লোপ পায় তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে।

দুধ মাখা ভাত = দুধভাত

আয়ের উপর ধার্য কর = আয়কর

বাষ্প চালিত যান = বাষ্পযান

পল মিশ্রিত অন্ন = পলান্ন

বিজয়সূচক উৎসব = বিজয়োৎসব

নারীদের জন্য দিবস = নারীদিবস

পরিচয় জ্ঞাপক পত্র = পরিচয়পত্র

প্রশংসা সূচক পত্র = প্রশংসাপত্র

সংবাদ বহনকারী পত্র =সংবাদপত্র

সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন

পদ্মা নামে নদী = পদ্মানদী

রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় নীতি = রাষ্ট্রনীতি

ঘরে আশ্রিত জামাই = ঘরজামাই

ধর্ম রক্ষার্থে ঘট = ধর্মঘট

মৌ আশ্রিত মাছি = মৌমাছি

হাঁটু পরিমাণ জল = হাঁটুজল

সাহিত্য বিষয়ক সভা =সাহিত্যসভা

রান্না করার ঘর = রান্নাঘর

শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী = শিক্ষামন্ত্রী

জনগণ বিষয়ক সভা = জনসভা

হাতে পরবার ঘড়ি= হাতঘড়ি

ঘরে আশ্রিত জামাই = ঘরজামাই

স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ = স্মৃতিসৌধ

প্রীতি উপলক্ষে ভোজ=প্রীতিভোজ

জয় সূচক ধ্বনি = জয়ধ্বনি

জীবন নাশের আশঙ্কায় যে বীমা = জীবনবীমা

একের অধিক দশ = একাদশ

গণ নিয়ন্ত্রিত তন্ত্র = গণতন্ত্র

উপমান কর্মধারয়ঃ উপমান অর্থ তুলনীয় বস্তু। যদি ২টি শব্দ তুলনা করা যায় তবে সেটি হবে উপমান কর্মধারয় সমাস। যেমনঃ তুষারশুভ্র – কোন সমাসের উদাহরন? এটি পরীক্ষায় অনেকবার এসেছে। শব্দটি খেয়াল করুন "তুষারশুভ্র "। তুষার মানে বরফ, আর শুভ্র মানে সাদা। বরফ তো দেখতে সাদা। তাহলে তো এটি তুলনা করা যায়। অতএব এটি উপমান কর্মধারয়।

গঠনঃ Noun + Adjective. যেমন তুষারশুভ্র শব্দটির তুষার মানে বরফ হল Noun, আর শুভ্র মানে সাদা হল Adjective ও ব্যাসবাক্যে মাঝে মতো বা ন্যায় থাকবে।

তুষারের ন্যায় শুভ্র = তুষার শুভ্র	=বিড়ালতপস্বী	বকের মতো ধার্মিক = বকধার্মিক
মিশির মতো কালো = মিশকালো	অরুণের মতো রাঙা = অরুণরাঙা	ঘনের ন্যায় শ্যাম = ঘনশ্যাম
রক্তের মতো লাল = রক্তলাল	কুমুমের মতো কোমল = কুসুমকোমল	স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ = স্ফটিকস্বচ্ছ
শশকের মতো ব্যস্ত = শশব্যস্ত	ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ = ভ্রমরকৃষ্ণ	বজ্রের মতো কঠোর = বজ্রকঠোর
বিড়ালের মতো তপস্বী	পান্নার মতো সবুজ = পান্নাসবুজ	

উপমিত কর্মধারয়ঃ উপমিত কর্মধারয় মানে যেটা তুলনা করা যাবে না। সিংহপুরুষ মানে সিংহ আর পুরুষ। আচ্ছা সিংহ কি কখনো পুরুষ হতে পারে নাকি পুরুষ কখনো সিংহ হতে পারে? একটা মানুষ আর অন্যটা জন্তু, কেউ কারো মত হতে পারেনা। অর্থাৎ তুলনা করা যাচ্ছে না। তার মানে যেহেতু তুলনা করা যাচ্ছেনা, অতএব এটি উপমিত কর্মধারয় সমাস।

গঠনঃ Noun+ Noun. যেমন -পুরুষসিংহ শব্দটির পুরুষ ও সিংহ দুটোই Noun এবং ব্যাসবাক্যের শেষে ন্যায় বা মাঝে মতো থাকবে।

মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র	কথা অমৃতের ন্যায় = কথামৃত	চাঁদের মতো বদন = চাঁদবদন
নয়ন কমলের ন্যায় = নয়নকমল	বাহু লতার ন্যায় = বাহুলতা	সোনার মত মুখ = সোনামুখ
পুরুষ সিংহের ন্যায় = পুরুষসিংহ	মুখ পদ্মের ন্যায় = মুখপদ্ম	ফুলের মতো কুমারী = ফুলকুমারী
ব - এর মতো দ্বীপ = বদ্বীপ	কর পল্লবের ন্যায় = করপল্লব	

রুপক কর্মধারয় সমাসঃ রুপ- কথাটি থাকলেই রুপক কর্মধারয়। যেমনঃ বিষাদসিন্ধু -এটি কোন সমাস? বিষাদসিন্ধু কে বিশ্লেষণ করলে হয় "বিষাদ রুপ সিন্ধু "। যেহেতু এখানে রুপ কথাটি আছে, অতএব এটি রুপক কর্মধারয় সমাস। একইভাবে মনমাঝি - মনরুপ মাঝি, ক্রোধানল -ক্রোধ রুপ অনল, এগুলো ও রুপক কর্মধারয় সমাস, যেহেতু রুপ কথাটা আছে।

মন রূপ মাঝি = মনমাঝি	ক্রোধ রূপ অনল = ক্রোধানল	মন রূপ পবন = মনপবন
কথা রূপ অমৃত = কথামৃত	ক্ষুধা রূপ অনল = ক্ষুধানল	প্রাণ রূপ বায়ু = প্রাণবায়ু
মৃত্যু রূপ ক্ষুধা = মৃত্যুক্ষুধা	জীবন রূপ যুদ্ধ = জীবনযুদ্ধ	বিদ্যা রূপ ধন = বিদ্যাধন
বিষাদ রূপ সিন্ধু = বিষাদসিন্ধু	শোক রূপ অনল = শোকানল	হৃদয় রুপ মন্দির = হৃদয়মন্দির
ভব রূপ নদী = ভবনদী	মোহ রূপ নিদ্রা = মোহনিদ্রা	মমতা রূপ রস = মমতারস
রুপ রূপ সাগর = রূপসাগর	যৌবন রূপ সূর্য = যৌবনসূর্য	
জীবন রূপ তরি = জীবনতরি	জীবন রূপ নদী = জীবননদী	

বহুব্রীহি সমাস

বহুব্রীহি সমাসের বেশির ভাগ ব্যাসবাক্যে যার থাকবে। কখনো কখনো যে থাকতে পারে। বহুব্রীহি সমাস আট প্রকার।

১। সাধারণ বহুব্রীহিঃ- বিশেষণ + বিশেষ্য + যার।

মন্দভাগ্য যার = মন্দভাগ্য	নীল বসন যার = নীলবসনা	সু হৃদয় যার = সুহৃদ
নীল কণ্ঠ যার = নীলকণ্ঠ	আয়ত লোচন যার =আয়তলোচনা	কৃত বিদ্যা যার দ্বারা = কৃতবিদ্য
হত ভাগ্য যার = হতভাগ্য	স্বল্প আয়ু যার = স্বল্পায়ু	

[বিশেষ্য + বিশেষণ]

কৃষি প্রধান যেখানে = কৃষি প্রধান	বিশেষ্য + বিশেষ্য	তিমির কুন্তল যার = তিমিরকুন্তলা
ঠোঁট কাটা যার = ঠোঁটকাটা	নদী মাতা যার = নদীমাতৃক	
মুখপোড়া যার = মুখপোড়া	দিক অম্বর যার = দিগম্বর	

ব্যাধিকরণ বহুব্রীহিঃ বিশেষ্য + বিশেষ্য

আশীতে বিষ আছে যার = আশীবিষ

বীণা পাণিতে যার = বীণাপাণি [শুণ্য বিভক্তি (বীণা) + অধিকরণ কারকে তে / এ বিভক্তি যুক্ত] [এখানে পাণি অর্থাৎ হাতে বীণার অবস্থান তাই এটি অধিকরণ]

	পদ্ম নাভিতে যার = পদ্মনাভ	কর্ণে ফুল যার = কর্ণফুলি
	উর্ণা নাভিতে যার = উর্ণনাভ	রত্ন গর্ভে যার = রত্নগর্ভা
	শশ অঙ্কে যার = শশাঙ্ক	

ব্যাতিহার বহুব্রীহি চেনার উপায়ঃ

১। দ্বিরুক্তি হবে [একই শব্দ দুইবার থাকবে]

২। দুইজন কর্তা একই কাজ করবে।

৩। ব্যাসবাক্যে যে থাকবে।

উদাহরণঃ-

কানে কানে যে কথা = কানাকানি	লাঠিতে লাঠিতে যে ঝগড়া = লাঠালাঠি	কোলে কোলে যে মিলন = কোলাকুলি
রক্তে রক্তে যে লড়াই = রক্তারক্তি		
হাতে হাতে যে লড়াই = হাতাহাতি	হেসে হেসে আলাপ = হাসাহাসি	

মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি চেনার উপায়ঃ-

১। ব্যাস বাক্যের মাঝের, শেষের এক বা একাধিক পদ লোপ পাবে।

২। মধ্যপদলোপী কর্মধারয় এ ব্যাসবাক্যে একটি শব্দ থাকবে এবং তা লোপ পাবে কিন্তু বহুব্রীহিতে একাধিক বা ব্যাখ্যাসহ থাকে এবং তা লোপ পায়।

৩। উপমা + বিশেষ্য

গোঁফে খেজুর পড়ে থাকলেও খায়না যে = গোঁফখেজুরে

বউয়ের সম্মানে ভাত খাওয়ানো হয় যে অনুষ্ঠানে = বউভাত

ভাইয়ের কপালে বোন ফোঁটা দেয় যে অনুষ্ঠানে = ভাইফোঁটা

আট প্রহর পরার যোগ্য = আটপৌরে

হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতেখড়ি

বিড়ালের চোখের ন্যায় চোখ যে নারীর = বিড়ালচোখী

মেনির মতো মুখ যার = মেনিমুখো

কমলের মত অক্ষি যার = কমলাক্ষ

কাঞ্চনের মত প্রভা যার = কাঞ্চনপ্রভা

সোনার ন্যায় মুখ যার = সোনামুখী

মীন এর মত অক্ষি যে নারীর = মীনাক্ষী

ক্ষুরের মত যার ধার = ক্ষুরধার

চাঁদের মত মুখ / বদন যার = চাঁদমুখ বা চাঁদবদন

কোকিলের মত কণ্ঠ যার = কোকিলকণ্ঠী

বজ্রের মত কণ্ঠ যায় = বজ্রকণ্ঠ

এছাড়া- গজানন,পদ্মগন্ধা, মেঘবরণ, কপোতাক্ষ।

সংখ্যাবাচক বহুব্রীহিঃ যে বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ সংখ্যাবাচক বিশেষণ এবং পরপদ বিশেষ্য এবং নতুন অর্থ প্রকাশ করে তাকে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস বলে।

মনে রাখবেনঃ সংখ্যাবাচক বিশেষণের সঙ্গে পরপদ বিশেষ্যের সমাস হলে এবং সমস্তপদে সমাহার বা সমষ্টি বোঝালে তাকে দ্বিগু সমাস বলে।

ব্যাসবাক্যঃ সংখ্যা + বিশেষ্য + যার / যে

সমস্তপদঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষণ হয় ও অন্য পদ প্রধান হবে।

কিন্তু দ্বিগু সমাসের ব্যাসবাক্যঃ- সংখ্যা + বিশেষ্য (৬ষ্ঠী অর্থাৎ র বা এর বিভক্তি থাকবে) + সমাহার বা সমষ্টি থাকবে।

সমস্তপদঃ বিশেষ্য হবে ও পরপদ প্রধান হবে।

দশ আনন যার = দশানন [সংখ্যা + বিশেষ্য + যার](অন্য একটি পদের প্রাধান্য অর্থাৎ রাবণকে বোঝায়)

দশ ভুজ যাঁর = দশভুজা (অন্য একটি পদ প্রাধান্য অর্থাৎ দশভুজা মানে দুর্গা)

দো ভাষা যার = দোভাষী [ব্যক্তিকে বুঝায় অর্থাৎ অন্য পদ প্রধান]

সহস্র লোচন যার = সহস্রলোচন

দশ মণ ওজন যার = দশমণি

চতুঃ কোণ যার = চতুষ্কোণ

চতুর্দশ পদ আছে যার = চতুর্দশপদী

চার পায়া যার = চারপেয়ে

দো তলা যার = দোতলা

শতমূল যার = শতমূলী

এক তারা যার = একতারা

দুটি নল যার = দোনলা

বিশ গজ যার = বিশগজি

ত্রি পদ যার = ত্রিপদী

চতুঃ পদ যার = চতুষ্পদ

চৌ চালা যার = চৌচালা

পঞ্চ আনন যার = পঞ্চানন

ত্রি ভুজ যার = ত্রিভুজ

সে তার যার = সেতার

তিন পায়া যার = তেপায়া

সহার্থক বহুব্রীহিঃ ব্যাসবাক্যঃ - সহ + বিশেষ্য

সমস্তপদঃ স উপসর্গ থাকবে (বিশেষ্য)

সহ উদর যার = সহোদর

পরিবার সহ বর্তমান = সপরিবার

স্ত্রী সহ বর্তমান = সস্ত্রীক

সহ তীর্থ যার = সতীর্থ

অলুক বহুব্রীহিঃ- পূর্ব বা পরপদের বিভক্তি লোপ পায়না।

যেমনঃ-- গায়েপড়া, পায়েবেড়ি, গায়েহলুদ, মুখেভাত, মুখেমধু, খড়মপেয়ে।

নঞ বহুব্রীহিঃ-- গঠনঃ অ, অন, না, নি, নিঃ, বি, বে, হা ইত্যাদি যুক্ত থাকবে ও ব্যাসবাক্যে যার যুক্ত থাকবে।

Note: নঞ তৎপুরুষ সমাসে যার থাকবে না।

অ (নেই) বোধ যার = অবোধ

অ (নেই) জ্ঞান যার = অজ্ঞান

অ (নেই) সীমা যার = অসীম

অ (নেই) বুঝ যার = অবুঝ

অ (হয় না) মূল্য যার = অমূল্য

অন (নেই) উর্বরা যাতে = অনুর্বর

অ (নেই) পয় যার = অপয়া

অ (নেই) অন্ত যার = অনন্ত

আ (নেই) নাড়ি (জ্ঞান) যার = আনাড়ি

বে (নেই) আক্কেল যার = বেয়াক্কেল

হা (নেই) ভাত যার = হাভাতে

নি (নেই) খুঁত যাতে = নিখুঁত

নিঃ (নেই) কলঙ্ক যার = নিষ্কলঙ্ক

নিঃ (নেই) অক্ষর যার = নিরক্ষর

নিঃ (নেই) বোধ যার = নির্বোধ

নিঃ (নেই) রস যাতে = নীরস

নিঃ (নেই) রোগ যার = নীরোগ

নিঃ (নেই) উপায় যার = নিরুপায়

নিঃ (নেই) সন্তান যার = নিঃসন্তান

নিঃ (নেই) ভুল যার = নির্ভুল

নিঃ (নেই) অহংকার যার = নিরহংকার

নিঃ (নেই) ভয় যার = নির্ভয়

নিঃ (নেই) পাপ যার = নিষ্পাপ

বি (গত) পত্নী যার = বিপত্নীক

বে (নেই) হায়া যার = বেহায়া

বে (নেই) কার (কাজ) যার = বেকার

দ্বন্দ্ব সমাস

সমার্থক দ্বন্দ্ব

ভাই ও বোন = ভাইবোন

দোয়াত ও কলম = দোয়াতকলম

পড়া ও লেখা = পড়ালেখা

মিলনার্থক দ্বন্দ্ব

মা ও বাবা = মা - বাবা

চন্দ্র ও সূর্য = চন্দ্রসূর্য

নামাজ ও রোজা = নামাজ - রোজা

কাগজ ও কলম = কাগজ - কলম

চা ও বিস্কুট = চা - বিস্কুট

বই ও পুস্তক = বইপুস্তক

পাহাড় ও পর্বত = পাহাড়-পর্বত

নদ ও নদী = নদনদী

জন ও গণ = জনগণ

বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব

আকাশ ও পাতাল = আকাশ - পাতাল

জন্ম ও মৃত্যু = জন্মমৃত্যু

পাপ ও পূণ্য = পাপপূণ্য

আয় ও ব্যয় = আয়ব্যয়

ভালো ও মন্দ = ভালো মন্দ

অলুক দ্বন্দ্বঃ (এই সমাসে বিভক্তি লোপ পায়না তাই এটি অলুক বা অলোপ)

হাটে ও বাজারে = হাটেবাজারে

তোমার ও আমার = তোমার - আমার

দুধে ও ভাতে = দুধে - ভাতে

একশেষ দ্বন্দ্ব

জায়া ও পতি = দম্পতি

আমি, তুমি ও সে = আমরা